Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্যঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIII Issue : IV, 15th, July, 2023 ১লা আষাঢ়, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলতে হয় এ বাংলা আমার দেশ নয়। এই হিংসা—এই হত্যা আমরা চাই না। মৃত্যুর বিনিময়ে গণতন্ত্রের এই 'উৎ-শব' আমাদের প্রয়োজন নেই। কেন একাধিক দিনে নির্বাচন করা যাবে না, কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী সর্বত্র উপস্থিত থাকবে না, কেন স্বাধীন কমিশন আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হবে, কেন শক্তিশালী শাসক দল সামান্য শক্তি ক্ষয়ে এত বিচলিত হবে— এত প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিনা। আমরা শুধু চাই কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয়, কোনো নারীর সিঁথির সিঁদুর যেন মুছে না যায়, কোনো সন্তান যেন পিতৃহারা না হয়। আমাদের কণ্ঠ সর্বত্র পৌছয় না। তবু, তবু আমরা চাই, রাজ্যের সর্বত্র আওয়াজ উঠুক রক্তের এই হোলি খেলা বন্ধ কর, গণতন্ত্রের নির্মম হত্যা বন্ধ হোক, আমাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দাও।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েও সংস্থার পক্ষে একটা রুপালি আলোর রেখা আছে। আকুপাংচার এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চায়। আমরা সানন্দে, সর্বসম্মতিক্রমে তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। অনতিবিলম্বে যৌথ উদ্যোগে শুরু হবে বৃহৎ আকারে আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্র, আকুপাংচার শিক্ষা কেন্দ্র এবং আকুপাংচার গবেষণা কেন্দ্র।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

২৭/০৭/১৯৪৬। **রঞ্জন মৈত্র** ১৯/০৪/২০২২।

স্মরণে

পরিজন ও বন্ধুজন।

Vol : XIII Issue : IV, 15th, July, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

বাচালনামা

গাজী মহম্মদ আবুবকর

পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রের অন্তিম দিনগুলি

অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন আজ থেকে ছিয়াশি বছর আগে। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি ছিল তাঁর প্রয়াণ দিবস। তাঁর জীবনের অন্তিম সতেরো দিন কেটেছিল সেকালের স্বল্প পরিচিত পার্ক নার্সিং হোমে। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে সেই নার্সিং হোম। কিন্তু ফিনিক্স পাখির মতো সেখানে উদয় হয়েছে পার্ক ক্লিনিক নামে একটি আধুনিক বৃহৎ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান। সেকালের ব্রিটিশ ভারতে চিকিৎসা পরিসেবা আহা মরি কিছু ছিল না।

পার্ক নার্সিং হোম দুতিন বছর আগে খুলেছে মাত্র। সেখানে ভর্তি হলেন শরৎচন্দ্র। তিনিই তাদের প্রথম ভর্তি হওয়া পেশেন্ট। তিনি থাকতেন তাঁর শেষ জীবনে তৈরি দক্ষিণ কলকাতার ২৪ নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের দোতলা বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র পেটের সমস্যায় ভুগতেন। সমস্যাটি এতই প্রবল ও জটিল যে অপারেশন করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথমে মনে হয়েছিল তাঁর কোলনে ক্যান্সার, পরে পরীক্ষায় দেকা গেল তাঁর সিরোসিস অফ লিভারও হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে কোথাও ভর্তি করানো যাচ্ছিলো না। রাজনৈতিক কারণে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সুনজরে ছিলেন না। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর ছিল সহানুভূতি। তাঁর "পথের দাবী" উপন্যাস সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। অবশেষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় তাঁকে ভর্তি করা গেল পার্ক নার্সিং হোমে। পার্ক নার্সিং হোমের পাশ দিয়ে গেছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, যার আগের পরিচয় ছিল লোয়ার সার্কুলার রোড নামে। তারও আগে ছিল সার্কুলার খাল। খাল বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল পাকা রাস্তা। নার্সিং হোমের পাশে ভিক্টোরিয়া টেরাস, একালের গোর্কি টেরাস রোড, সেটা ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারে গিয়ে ঠেকেছে। দু-পা এগোলেই মিন্টো পার্ক, বর্তমানের শহীদ ভগৎ সিং উদ্যান। পার্ক ক্লিনিকের পশ্চিমদিকে গোর্কি সদন।

শরৎচন্দ্র যে পার্ক নার্সিং হোমের প্রথম পেশেন্ট ছিলেন সেটা জানতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। সেকালের পেশেন্ট রেজিস্ট্রারের সংশ্লিষ্ট পাতার একটি ফটোকপি বর্তমান পার্ক ক্লিনিকের দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখা আছে। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্র অপারেশনে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সম্মতি জানিয়েছিলেন সেই অনুরোধ পত্রখানির ফটোকপি বাঁধিয়ে রাখা আছে। শরৎচন্দ্রের অন্তত তিনিটি বাঁধানো ছবি পার্ক ক্লিনিকে দেখতে পেয়েছি।

শরৎচন্দ্রের শেষ ক'বছর শরীর আদৌ ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর পাকাশয়ের পীড়া দেখা দেয়। যা খান আদৌ হজম হয় না। পেটেও যন্ত্রণা। ডাক্তাররা এক্সরে করে বললেন, যকৃতের ক্যান্সার, পাকস্থলীতেও রোগ ছড়িয়ে গেছে। নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীকে উইল করে দিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় স্থির করলেন এই অবস্থায় অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই। পার্ক নার্সিং হোমে অপারেশন করলেন সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একষট্টি বছর।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।"

যোশেফ সাহেবের কবর

(২য় পর্ব)

সুচন্দন ব্যানার্জী

অবিনাশবাবু বললেন, 'বাহ ইলিশ মাছ খানা তো খাসা এসেছিস্? এ্যাই বংশী? বাজারটা নিয়ে যা? আর কি এনেছিস খোকা?

'খাশির মাংস এনেছি এক কিলো'।

'বাহ্! খুব ভালো। এই রবিবারটাই একমাত্র দিন একটু আয়েশ করে ভালো মন্দ খাওয়ার। এ্যাই বংশী? কোথায় গেলি রে? এদিকে এসে বাজারটা ঠাকুরকে দিয়ে দে?'

অপর দিকে অন্নপূর্ণ দেবী রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, তদ্বির তদারকি করছেন। তার জা শ্যামা তখন কুটনো-কুটতে ব্যাস্ত। হেঁশেলের একপ্রান্তে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটি মাটির গাঁথা উনুন। আর অপর প্রান্তে রয়েছে যথাক্রমে লোহা, পিতল এবং কাঁসার একাধিক বাসন।

'ঠাকুর ডিমের ডালনাটা হয়ে গেছে। এবার লুচিটা ভেজে দাও'। বললেন অন্নপূর্ণ দেবী।

কর্তা মা? এই নেন্ বাজার?

বাজারটা ঠাকুরকে দে বংশী।

বংশী এ বাড়িতেই আছে সেই ছেলেবেলা থেকে। তার দেশ মেদিনীপুরের খেজুরিতে। কিন্তু সেখানে আপন বলতে তার কেউ নেই।

খোকা যখন এসে গেছে, তখন চাটা দিয়ে আয়, ঠিক আছে আমি দিয়ে আসছি।

বৈঠকখানা ঘরের কাঠের ক্যাবিনেটওয়ালা ঢাউস রেডিওটার নবটা যেই ডানদিকে ঘোরালো অমর, ওমনি কট্ করে একটা শব্দ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা হলুদ আলো জ্বলে উঠলো। আর তার কিছুক্ষণ বাদে ভালব্গুলো গরম হওয়ার পর ভেসে উঠলো সংবাদ পাঠকের কণ্ঠস্বর, 'আজ উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি, ভারতীয় সংবিধান কার্য্যকরি হলো। এই সংবিধানের রূপকার ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং এই সংবিধানের মূল মন্ত্র হলো 'জনতার পক্ষে, জনতার সঙ্গে এবং জনতার অধীনে।'

'খোকা চা নে', বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল অন্নপূর্ণা দেবী অমরের দিকে।

অমর কেদারায় বসে কাপটা হাতে নিল, আর তারপর চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিলো। তারপর বলল, 'মা কাল আমাকে একবার রামগড় যেতে হবে'।

রামগড়? সে আবার কোথায় খোকা?

ছোট্ট নাগপুর মালভূমিতে এক প্রত্যন্ত অঞ্চল হল রামগড়। কলকাতা থেকে প্রায় তিনশো মাইলের পথ।

কিন্তু হঠাৎ সেখানে কেন যাবি খোকা?

সরকার থেকে আমায় পাঠাচ্ছে, ওখানে ব্যাপক কলেরা দেখা দিয়েছে। তাই সেখানে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসেছে। তাই যেতে হবে। বলছি তুমিও চলো না সাথে?

আমি আবার কি করতে যাবো সেখানে? বরং তুই যা। গিয়ে সাবধানে থাকিস খোকা।

আহা! তুমিও চলো না? এখানে থাকলে তো শুধু ঠাকুরঘর আর হেঁশেল, নয়তো এই ঘর আর ওই ঘর। বলি তোমার ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করেনা?

তাহলে কবে যাচ্ছিস্ তুই? খোকা?

আগামী পরশু যাচ্ছি।

ট্রেনের টিকিট কেটেছিস?

না না আমি সরকারি জীপে যাচ্ছি।

তুই সড়কপথে যাবি। তবে থাক্। আমি অতো ধকল নিতে পারবো না। তুই একা চলে যা সেখানে।

তুমি ঠিক পারবে যেতে। মা সিদ্ধেশ্বরীর নাম করে চলো।

অন্নপূর্ণা দেবী একটা চামড়ার সুটকেসে জামা, গরম জামা, শাল, কমফর্টার এইসব গুছিয়ে নিলেন। একটা টিফিন কেরিয়ারে নেওয়া হলো পথের খাবার এবং একটা তামার পাত্রে নেওয়া হলো জল।

গাড়িতে স্টার্ট দিল অমর। ফোর্ড কোম্পানির জীপ। লেফট্ হ্যান্ড ড্রাইভ, মাথার উপরে ত্রিপলের ছাউনি। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জীপটা চব্বিশ ঘন্টার জন্য বহাল করা হয়েছে অমরের জন্য। চালকের আসনে স্বয়ং রয়েছে অমর। তারপর ওঁরা রওনা হলো রামগড়ের উদ্দেশ্যে। রওনা হওয়ার পূর্বে সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন অপূর্ব।

ওঁরা যখন রামগড় পৌছল তখন রাত নটা। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, অমাবস্যার রাত তাই আকাশে চাঁদের দেখা নেই। কটা তারা মিটমিট্ করে জ্বলছে শুধু। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। এক ঝাঁক জোনাক পোকা

পাক খেয়ে তারপর শূন্যে মিলিয়ে গেল।

উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাংলো বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো অমর তারপর ডাকলো, 'পাড়েজী? ও পাড়েজী?'

গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো অন্নপূর্ণা দেবীর। সে মনে মনে ভাবলো, এ কোন পাণ্ডব বর্জিত দেশে এনে তাকে উপস্থিত করলো অমর।

একটু পরে এক বৃদ্ধ, তার পরনে খাটো ধুতি এবং খালি গা, গলায় পৈতে। মাথার চুল সাদা এবং কদমছাঁট কাটা, মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাঁড়ি, হাতে একটি হারিকেন। সেই ব্যক্তি এসে অতিকায় ফটকের তালা খুলে দিল।

ফটক খুলতেই জিপ সমেত ভেতরে ঢুকে গেল অমর। তারপর গাড়ি বারান্দায় দাঁড় করালে জীপ। প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল তাই বিদ্যুৎ-সংযোগ নেই। অমর নেমেই তার চার সেলের পিতলের টর্চটা জ্বালল।

ও আপনারা এসে গেছেন?

হ্যাঁ, তার ঠিক সময় পেয়েছিলেন পাড়েজী?

হ্যাঁ সাব্ পেয়েছি। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল পাড়েজী।

ইনি আমার মা।

নমস্তে মা জি।

মা ইনি পাড়েজী, এ বাড়ির কেয়ার-টেকার। পাড়েজী আপনি জীপ থেকে লাগেজ নামিয়ে নিন।

খোকা বাড়িটা দেখে তো সাহেব-বাড়ি মনে হচ্ছে? তাই না?

'হা মাজি এ বাংলো যোশেফ সাহেবের। বাংলোর ভিতরে যত জিনিসপত্র, ফার্নিচার আছে সব তার। এখন অবশ্য বন-বিভাগ এ বাড়ি নিলামে কিনে লিয়েছে।'। বাংলোবাড়িতে ঢুকেই একটা বৈঠকখানা ঘর, ঘরের মেঝের ঠিক মাঝখানে পার্শিয়ান গালিচা পাতা, ঘরের বা দিকের পাঁচিলে রয়েছে স্টাফট্ অবস্থায় একাধিক মৃত বন্য জন্তু-জানোয়ার। আর ডান দিকের পাঁচিলে ঠেস্ দিয়ে রাখা আছে একটা কাঠের গান-স্ট্যান্ড। আর সেই গান স্ট্যান্ডে রয়েছে দু-তিনটে বারো-বোরের শট্-গান্।

'যোশেফ সাহেবের শিকারের খুব শখ ছিল'। বলল পাড়েজী।

বৈঠকখানা ঘরের একপাশে একটি খাবার টেবিল। টেবিলটা গোলাকৃতি এবং সেগুন কাঠের তৈরি, এবং টেবিলটা ঘিরে রয়েছে চারটে কাঠের বাহারী চেয়ার।

'ডাইনিং টেবিল'? বলল অমর।

পাশেই রয়েছে শয়ন-কক্ষ। তাতে রয়েছে পাশাপাশি দুটো ছত্তিওয়ালা খাট, আর তাতে ঝুলছে সাদা রঙের নেটের মশারি। আর দুই খাটের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা চৌকো টেবিল। শয়ন-কক্ষের একপাশে রান্নাঘর আর একটু তফাতে রয়েছে শৌচালয়। রান্নাঘরে রয়েছে একটা প্রাইমার্স পিতলের পাম্পিং স্টোভ, আর রয়েছে হাঁড়ি, কড়া, পাতিল, হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশি, বটি ইত্যাদি সব রান্নার সরঞ্জাম।

মাজি রান্না কে করবে?

আপাতত কিছু শুকনো খাবার সাথে রয়েছে পাড়েজী। কাল রান্না আমিই করবো, আপনি শুধু বাজারটা করে দেবেন।

ঠিক আছে মাজি।

পাড়েজী আপনি থাকেন কোথায়?

পাশের কোয়ার্টার্সে থাকি মাজি?

দেশ কোথায় আপনার?

মধুপুরে মাজি।

পরের দিন ভোর বেলায় যথারীতি অমর জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেছে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। অন্নপূর্ণা দেবী এলেন বাংলো বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো ঘরের সামনের পাঁচিলে একটা তৈলচিত্রের উপর। তৈলচিত্রটি বেশ ফুটো-ফাটা, উই পোকার কীর্তি। কিন্তু অনুমান করা গেল তৈলচিত্রের ওই ব্যক্তির পরনে গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট এবং পায়ে হাই নেক্ বুট, মুখটা তার বোঝার উপায় নেই কারণ সেটা উই পোকারা আস্ত রাখেনি। মুখের অংশটা গোল গর্ত করে দিয়েছে। তবে মনে হচ্ছে কোনও সাহেবের ছবি।

অন্নপূর্ণ দেবী তখন ডাকলেন, 'পাড়েজী'? 'পাড়েজী'?

আমায় ডাকছেন মাজি?

হ্যাঁ। পাড়েজী ছবিটা কার?

ওটা যোশেফ সাহেবের। আপনাকে বলেছিলাম না মাজি? এই বাংলো বাড়ির আগের মালিক ছিলেন তিনি।

এখানে অখণ্ড অবসর। সময় কিছুতেই কাটছে না তাঁর। বাংলোর বাগানে আপন মনে পায়চারী করছেন অন্নপূর্ণা দেবী। বাগানে ফুটে রয়েছে রকমারি ফুল। 'আচ্ছা ওগুলো টিউলিপ ফুল'? গাছ বেশ ভালই চেনেন অন্নপূর্ণা দেবী। তার বাপের বাড়ি ছিল কাটোয়া থানা অন্তর্ভুক্ত এক প্রত্যন্ত গ্রামে। তাছাড়া তাঁর স্বামীর বাগান করার খুব শখ ছিল। বাগানের ডান পাশে রয়েছে একটা ইঁদারা। আর ফটকের দু-পাশে বেড়ে উঠেছে বোগেনভিলা গাছের ঝাড়।

হঠাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর নজর পড়লো বাগানের বাঁ দিকে। বাঁ দিকের ঠিক কোনায় রয়েছে একটা কবর। কবরটা বাঁধানো এবং তার উপরে রয়েছে একটা ক্রুশ্। আর কবরের ঠিক উপরে বসানো আছে একটা পাথরের ফলক। সেই ফলকের উপরে রোমান অক্ষরে খোদাই করে লেখা রয়েছে, 'যোশেফ ফার্নান্ডেজ্ জন্ম ১৯-৪-১৮৯০ এবং মৃত্যু ২২-১১-১৯৩১'।

যোশেফ সাহেবের কবর মাজি?

অন্নপূর্ণা দেবী লক্ষ্য করেননি কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পাড়েজী।

এই কবরটা এই ভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে? রক্ষণাবেক্ষণ করার কেউ নেই বুঝি?

কে করবে মাজি? এই বাড়ি বানিয়েছিলেন সাহেবের বাবা, তাঁর ছিল কাঠের ব্যবসা। পরে তিনি ছেলের হাতে ব্যবসার ভার দিয়ে দেশে চলে যান। যোশেফ্ সাহেব এখানে থেকে যান। তিনি বিয়ে থা করেননি, ছিলেন দারুন শিকারী। তারপর একদিন একটি সাঁওতালী মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। আর ওই সম্পর্কের কথা যখন উপজাতিদের দলের সর্দারের কানে পৌছয় তখন সে আক্রোশে ফেটে পড়ে। কারণ সেই সর্দারের বাগদত্তা ছিল ওই মেয়েটি। তারপর একদিন হঠাৎ সাহেবকে লক্ষ্য করে বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে মারে। আর তাতেই মৃত্যু হয় যোশেফ্ সাহেবের। এরপর তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁকে তার বাংলো বাড়ির বাগানে কবর দেওয়া হয়।

পাড়েজী, আপনি কবরের উপর জমে থাকা শুকনো পাতা আর ডালপালা পরিষ্কার করতে বলুন।

ঠিক আছে মাজি আমিই পরিষ্কার দিচ্ছি।

পাড়েজী? এখান থেকে বাজারটা কতো দূর?

এখান থেকে দু-মাইল দূরে একটা হাট বসে মাজি।

কবে বসে সে হাট?

এই তো আজকেই বসবে।

তাহলে আপনি হাট থেকে এক ডজন মোমবাতি নিয়ে আসুন আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স।

এরপর প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে পড়ে অমর। অন্নপূর্ণা দেবা তখন সময় কাটান ঘরকন্নার কাজে। তারপর অবসর সময়ে বাগানে পাইচারী করেন। কখনও বা আসেন ফটকের বাইরে। বাংলা বাড়ির বিপরীতে রয়েছে একটি দীঘি, বর্তমানে সেটি ভরে গেছে পানায়। দিঘীর পিছনেই রয়েছে একটি শালবন। অন্নপূর্ণা দেবী লক্ষ্য করেন দীঘির উপরে একদল ফড়িং উড়ে বেড়ায়। দিনের শেষে ঝাঁক বেঁধে যাযাবর পাখিরা নীড়ে ফিরে যায়। এইসব দেখতে দেখতে তিনি মনে মনে কতো কী ভাবেন! আর অন্ধকার নামলেই তিনি যোশেফ সাহেবের কবরে জ্বেলে দেন একটি করে মোমবাতি। এই নিয়মের অন্যথা কখনো হয়নি। তারপর শুরু হয় অমরের ফেরার প্রতিরক্ষা। আর এই ভাবে কেটে গেল গোটা একটা সপ্তাহ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায়, অন্নপূর্ণা দেবী রান্না করছেন। তখন পাড়েজী গেছে গঞ্জে। ঠিক এমন সময় হারে রে রে রে রে করে কারা যেন ঢুকলো বাংলো বাড়ির ভেতরে। তারপর কে যেন বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো, 'কে কোথায় আছো? বেরিয়ে এসো বলছি? শীগগীর বেরিয়ে এসো'?

অন্নপূর্ণ দেবী প্রথমে খুব ঘাবড়ে গেলেন, আর তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন চার থেকে পাঁচজন ষণ্ডা মার্কা লোক, খালি গা তাদের, পরনে সাদা কৌপিন, মুখে গামছা জড়ানো, এদের মধ্যে কারো হাতে বল্লম, আর কারো কাঁধে টাঙি।

আরে এ যে দেখছি ডাকাত?

এাই বুড়ি যা আছে দিয়ে দে।

কারা তোমরা?

চোপ! একদম চুপ তা না হলে জানে মেরে দেবো। তাই বলছি যা আছে বের করে দে।

আমি বিধবা মানুষ। আমার কাছে গয়নাগাটি কিছু নেই। টাকা-পয়সাও নেই। আমি এখানে একা আর কেউ নেই।

এ্যাই বুড়ি, তুই মিথ্যে কথা বলছিস?

না মিথ্যে বলছি না, ভগবানের দিব্যি।

আরে চোপ। সর্দার, এই বুড়ি এমনি শুনবে না। ওকে শেষ করে তবে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হবে, হুকুম দিন সর্দার?

হে ভগবান রক্ষা করো। বলে চিৎকার করে উঠলেন অন্নপূর্ণা দেবী।

ঠিক এমন সময় একটা কানে তালা লাগানো বিস্ফোরনের শব্দ। কে যেন গুলি চালালো অতর্কিতে।

অন্নপূর্ণা দেবী লক্ষ্য করলেন একজন সাহেব, তার মাথা ভর্তি সোনালী চুল, মুখ ভর্তি দাঁড়ি, আর পরনে গ্যালিস্ দেওয়া প্যান্ট এবং হাই-নেক বুট-জুতো। তাকে দেখেই দৌড়ে পালাতে লাগলো ডাকাত দল। পাঁচিল টপকে তারা ওপারে চলে গেল।

তারপর সেই সাহেব হাসিহাসি মুখে বলল, 'আন্টি কোন ভয় নেই আপনার, এই যোশেফ পাহারা দিচ্ছে আপনাকে।' বলেই শূন্যে মিলিয়ে গেল সেই সাহেব।

পরের দিন সকালে ফেরার প্রস্তুতি। পাড়েজী জীপে লাগেজ তুলে দিচ্ছে। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, 'পাড়েজী রোজ সন্ধ্যায় যোশেফ সাহেবের কবরে একটা করে মোমবাতি জ্বেলে দেবেন। সে আমার আরেকটা ছেলে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com, Website : bethunegeriatric.in